আইন-শৃংখলা রক্ষায় শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, বলপ্রয়োগ ও গুলিবর্ষণ

মোঃ আশাদুল হক
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপজেলা ভূমি অফিস, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব

জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের ৩১ ধারা	“ম্যাজিস্ট্রেট বলতে বর্তমানে বলবত ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাবে”।
ফৌজদারি কার্যবিধির ৬(২) এবং ১০ ধারা	সরকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে থাকেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যে কোন ক্ষমতা অনুশীলন করতে পারবেন।
পুলিশ আইন, ১৮৬১ এর ১ ধারা	“জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলতে কোন জেলার প্রশাসনের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান অফিসারকে বুঝায়”।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব

পি,আর,বি-১৫(১) নিয়ম

“জেলা প্রশাসকের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেলার অপরাধ সংক্রান্ত প্রশাসন এবং তার নিম্নপদস্থ কর্মচারীরদিগের যাবতীয় নিবারক ও নির্বাহী কর্তব্য সমূহের জন্যও দায়ী”।

১৩ সিআর,এল,জে ৬৯৩

জেলার শান্তিরক্ষা করাই হচ্ছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাথমিক দায়িত্ব

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব

৩ Cr.L.J. ১৬৯ D.B

The District Magistrate is the principal representative of the State for most purposes in the eyes of the people and occupies a position of great power and responsibilities

AIR ১৯১৪ ALL ১৫৮ D.B

The District magistrate is primarily responsible for law and order in the district.

পুলিশ আইন, ১৮৬১ এর ৩০,৩১ ও ৩৩ ধারা

জনসমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিছিল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ করা, অনুমতি দেয়া, ছত্রভঙ্গ করা প্রভৃতি কাজে পুলিশের ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গকরণের ক্ষমতা

(ফৌঃ কাঃ বিঃ ১২৭ ধারাঃ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারের আদেশে জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ হইবে।

কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোন বেআইনি সমাবেশ অথবা সর্বসাধারণের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটাতে পারে এরূপ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন সমাবেশের প্রতি ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দিতে পারবেন এবং অতঃপর উক্ত সমাবেশের সদস্যদের পক্ষে অনুরূপভাবে ছত্রভঙ্গ হওয়া কর্তব্যে পরিণত হবে।

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গের আদেশ দিতে পারেন (৩৪ সিআর,এল,জে ৭০৫)।

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গকরণের ক্ষমতা

(ফৌঃ কাঃ বিঃ ১২৮ ধারাঃ

জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বেসামরিক শক্তি প্রয়োগ।

১. বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করা যায়।

২. প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কার্যরত নয় এমন পুরুষ ব্যক্তির সাহায্য দাবি করা যায়।

৩. সমাবেশের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও আটক করা যায়। এবং

৪. যারা আদেশ অমান্য করে তাদের দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারায় অভিযুক্ত করা যায়।

আদেশ প্রাপ্তির পর যদি ছত্রভঙ্গ না হয় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক নহে, এরূপ কোন পুরুষ ব্যক্তির সাহায্য দাবি করতে পারবেন এবং সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করায় বা আইনের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে গ্রেফতার বা আটক করতে পারে।

সমাবেশ ভঙ্গের জন্য কি পরিমাণ বল প্রয়োগ হবে তা সমাবেশের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। ওসির নিম্নপদস্থ কোন পুলিশ কর্মকর্তা গুলির আদেশ দিতে পারে না {২১ মাদ্রাজ ২৪৯ (ডিবি)}।

আত্মরক্ষার জন্য নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা গুলির আদেশ দিতে পারেন (পি,আর,বি ১৫৩(খ) নিয়ম)।

এমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অস্ত্র নিলেও নির্ধারিত গুলি ব্যতীত অন্য গুলি বা বিস্ফোরক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (পি,আর,বি ১৫০ নিয়ম)।

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গকরণের ক্ষমতা

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১২৯ ধারাঃ

সামরিক শক্তি প্রয়োগ।

(প্রবিধান ১৫৮)

যদি সমাবেশ কোন উপায়ে ছত্রভঙ্গ করা না যায় এবং জননিরাপত্তার জন্য যদি ছত্রভঙ্গ করা বলিয়া বিবেচিত হয়ে তাহলে উপস্থিত সর্বোচ্চ পদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা মহানগরী এলাকার পুলিশ কমিশনার সামরিক শক্তির দ্বারা ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন ।

The Armed Forces (Emergency Duties) Act, ১৯৪৭ মতে সরকার গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গকরণের ক্ষমতা

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৩০ ধারাঃ

জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আহুত বাহিনীর অধিনায়কের কর্তব্য।

(১) কমিশন্ড বা নন-কমিশন্ড অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নির্দেশানুসারে ছত্রভঙ্গ করার কাজে, গ্রেফতার ও আটক করতে পারবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত রূপ দাবি প্রতিপালন করবেন, তবে এরূপ করতে গিয়ে সামঞ্জস্য রেখে যথাসম্ভব কম শক্তি প্রয়োগ করবেন এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির কম ক্ষতিসাধন করবেন

সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে বিশৃঙ্খলা দমনে সহায়তা করবেন (এ,আই,আর ১৯৩১ বোম্বে)।

কি পরিমাণে বলপ্রয়োগপূর্বক মারমুখো জনতার হাত থেকে ব্যক্তি এবং সম্পত্তি রক্ষা করা হবে, তা পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক তারতম্য হতে পারে (পি,এল,ডি ১৯৬৯ ঢাকা ৯৬)।

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গকরণের ক্ষমতা

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৩১ ধারাঃ

জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আহুত বাহিনীর অধিনায়কের কর্তব্য।

যখন জননিরাপত্তা সুস্পষ্টভাবে বিপদগ্রস্ত হয় এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় না, তখন সেনাবাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত অফিসার সামরিক শক্তি প্রয়োগে এরূপ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে পারেন এবং অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক করতে পারবেন;

তবে যদি কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং অতঃপর কার্য চালিয়ে যাওয়া বা না যাওয়া সম্পর্কে তার পরামর্শ অনুসরণ।

01
বেআইনি সমাবেশে পুলিশের কর্তব্য।
02
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপ
03
বল প্রয়োগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য।
04
বল প্রয়োগে পুলিশ অফিসারের কর্তব্য।
05
আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার (গুলিবর্ষন)।
06
গুলিবর্ষণ ও আদেশ প্রত্যাহার
07
গুলিবর্ষণ পরবর্তী আশু করণীয়।
08
গুলিবর্ষণ পরবর্তী প্রশাসনিক তদন্ত।

পর্যায়-১: বেআইনি সমাবেশে পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য।

১। কোন সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত সংবাদ পুলিশ সুপারকে জানাবেন (পি,আর,বি ১৩৩)।

২। আশঙ্কা মনে হলে উক্ত সমাবেশ নিষিদ্ধকরণে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৪৪ ধারা মতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন জানাবেন। মেট্রোপলিটান এলাকা ব্যতীত এ ধরণের নিষিদ্ধকরণের ক্ষমতা পুলিশের নাই (পি,আর,বি ১৩৪ নিয়ম)।

৩। বেআইনি সমাবেশে যোগদানে যদি সমাবেশকারী অবিচল থাকে তাহলে তাদের ফৌজদারিতে সোপার্দ করবেন(পি,আর,বি ১৪৪)।

পর্যায়-২: ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপের কার্যক্রম গ্রহণ

১. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিনি সশস্ত্র পুলিশ দল নিয়োগের ব্যবস্থা নিবেন যাতে বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগে বিলম্বের জন্য তিনি অপেক্ষা না করে অগ্রসর হবেন (পি,আর,বি ১৪৫ নিয়ম)।

২. পরিস্থিতি গুরুতর অবনতি হলে তিনি বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের জন্য পুলিশ সুপার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আলোচনা করবেন {পি,আর,বি ১৪৬(ক) নিয়ম}।

৩. গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশকে লাঠি দ্বারা সজ্জিত করবেন (বর্তমানে শর্টগান ও গ্যাস গান)। অপ্রত্যাশিত অবস্থা মোকাবিলার জন্য রিজার্ভ বাহিনী (আগ্নেয়াস্ত্রসহ) রাখা উচিত {পি,আর,বি ১৪৬(খ) নিয়ম}।

পর্যায়-৩: বল প্রয়োগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য

সংবিধানের ৩৬ এবং ৩৭ অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতা । কিন্তু জনস্বার্থে বল প্রয়োগ আবশ্যক।

(১) শান্তিপূর্ণ আলোচনার চেষ্টা

(২) সর্বোত্তম বিকল্প যাচাই এবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়

(৩) সতর্কবানী প্রচার:

(পি,আর,বি ১৫৩ (গ) (২) নিয়ম ও

পি,আর,বি ১৬৬ নিয়ম -হুইসেল কল)

(৪) গুলিবর্ষণ আদেশ

(৫) গুলিবর্ষণ আদেশ প্রত্যাহার

(পি,আর,বি ১৫৫ (ঘ) নিয়ম)

পর্যায়-৩: গুলিবর্ষণে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য

- পরিচালক অফিসার কর্তৃক পুলিশ বাহিনীর পরিচালনায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না

হস্তক্ষেপ না করা

- শক্তি প্রয়োগে পুলিশ দায়ী হবেন। স্বাধীন ইচ্ছাকে তিনি ব্যাহত করতে পারবেন না

ব্যাহত না করা

- এলোপাথারী গুলিবর্ষণ বন্ধে এবং পরিমিত গুলিবর্ষণ বিষয়ে পুলিশকে পরামর্শ দিতে পারেন। **(পিআরবি-১৫৫)**

পরামর্শ দেয়া

পর্যায়-৪: বল প্রয়োগে পুলিশ অফিসারের কর্তব্য

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-
(পি,আর,বি ১৫২)

১. বিবেচনায় যতটা সম্ভব গুলির কার্যকর করা

২. আকস্মিক ভিড়ে বাহিনী যাতে পরাভূত না হয় এমন কাছে না যাওয়া

৩. কঠোরভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বেয়নেট আবদ্ধ করা

৪. দুই বা ততোধিক হতে আক্রান্ত হওয়া রোধ করা

৫. পুলিশকে ছোট উপদলে কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে রাখা

৬. ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ ও পরিমিত কার্যক্রম গ্রহণ

পর্যায়-৫: বল প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার (গুলিবর্ষন)

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শুধুমাত্র নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে বৈধ হবে (পি,আর,বি ১৫৩ নিয়ম)

- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগে

দঃবিঃ ৯৬-১০৬ ধারা

- জান-মাল রক্ষার্থে অবৈধ সমাবেশসমূহ ছত্রভঙ্গ করার জন্য

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১২৭-১২৮ ধারা

- কোন পরিস্থিতিতে কাউকে গ্রেফতার করার জন্য

ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪৬ ধারা

পর্যায়-৬: পরিস্থিতি বিবেচনা ও গুলিবর্ষণ আদেশ প্রত্যাহার

(পি,আর,বি ১৫৪ ও ১৫৫ নিয়ম)

পরিমিত হওয়া

- গুলি চালান সব সময় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত।

ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ

- যা একান্ত অপরিহার্য তা অপেক্ষা বেশি কোন আঘাত দেয়া উচিত নহে।

সময়মত প্রত্যাহার

- গুলির উদ্দেশ্য সফল হওয়া মাত্রই গুলি চালান বন্ধ হওয়া উচিত।

পর্যায়-৭: গুলিবর্ষণ পরবর্তী আশু করণীয়

১। গুলির রেঞ্জ এলাকায় তল্লাশি করে ক্ষয়-ক্ষতির নিরূপণ করা।

২। গুলির রেঞ্জ এলাকায় হতাহত পাওয়া গেলে তার সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৩। কোন আহত ব্যক্তি পাওয়া গেলে দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৪। কোন্ ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র হতে কত সংখ্যক গুলিবর্ষণ হয়েছে তার হিসাব মিলিয়ে দেখা।

পর্যায়-৭: গুলিবর্ষণ পরবর্তী আশু করণীয়

৫। কোন দুষ্কৃতিকারী ধৃত হলে তাকে থানায় সোপার্দ করা।

৬। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে হতাহত দুষ্কৃতিকারী ও সহযোগিদের বিরুদ্ধে থানায় এজাহারের করা।

৭। তাৎক্ষণিক পুনরাবৃত্তি না হয় সে সম্পর্কে নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা।

৮। পরিস্থিতির রিপোর্ট দ্রুত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। (প্রবিধান- ১৫৬)

পর্যায়-৭: গুলিবর্ষণ পরবর্তী আশু করণীয় (পি,আর,বি ১৫৬)

পরিস্থিতির বিবরণ সম্বলিত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত তথ্য থাকা দরকারঃ

১. ঘটনার পটভুমি ও বল প্রয়োগে নিয়োজিত হওয়ার তথ্য।
২. পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ও গুলিবর্ষণ অনিবার্য হয়ে পড়ার যৌক্তিকতা।
৩. গুলিবর্ষণ পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপের বিবরণ (পিআরবি ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ মতে সতর্কবানী, গুলির পরিমিত ব্যবহার)।
৪. গুলিবর্ষণ শুরু, ব্যাপ্তি ও প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট তথ্য।
৫. চূড়ান্ত ঘটনার বিবরণ, পুলিশের বা গুলিবর্ষনকারীর ভূমিকা এবং ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ।
৬. গুলিবর্ষণ পরবর্তী দায়িত্ব পালনের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি।

পর্যায়-৭: গুলিবর্ষণ পরবর্তী আশু করণীয় (পি,আর,বি ১৫৬)

পুলিশ অফিসারের রিপোর্টের আরো তথ্য-

১. নিহতদের শবাগারে এবং আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ ।
২. শূন্য কার্টিজ সংগ্রহ করে কত রাউন্ড গুলি হয়েছে তা নির্ণয়।
৩. ঘটনার একটি নাতিদীর্ঘ ও নির্ভূল রিপোর্ট প্রদান
৫. সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ
৬. ক্ষিপ্রতম পন্থায় ও সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিন্টেডেন্ট, কমিশনার ও চিফ সেক্রেটারীর নিকট উক্ত কপি পাঠাবেন। অন্যথায়, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট (পি,আর,বি ১৫৬ নিয়ম)।

পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে গড়মিল গুরুতর পরিস্থিতির কারন হতে পারে।

পর্যায়-৮: গুলিবর্ষণ পরবর্তী প্রশাসনিক তদন্ত (পি,আর,বি ১৫৭)

গুলিবর্ষণে আদেশ দানকারী	তদন্ত কর্মকর্তা
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, অতিরিক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট	কমিশনার
ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি সুপারিন্টেন্ডেন্ট	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
পুলিশ কর্মকর্তা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত ম্যাজিস্ট্রেট

পর্যায়-৮: গুলিবর্ষণ পরবর্তী প্রশাসনিক তদন্ত প্রক্রিয়া

১. কমিশনার বা ডিএম নির্দেশ দিলে ডিআইজি বা এসপি ইন্সপেক্টরের নিম্নপদের নন অফিসারকে তদন্তের সহযোগী করতে পারেন।

২. সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণে এবং ঘটনা সম্পর্কে তার মতামত রিপোর্টে যুক্ত হবে।

৩. ফৌঃ কাঃ বিঃ’ র তদন্ত হতে প্রশাসনিক তদন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৪. উকিলদের মাধ্যমে পক্ষসমূহের প্রতিনিধিত্ব তদন্তের বেলায় গ্রাহ্য হবে না।

৫. পুলিশের আচরন তদন্তের আওতাভূক্ত, তাকে সাক্ষীদের জেরা করার এবং লিখিত বা মৌখিক বিবৃতির সুযোগ দেয়া হবে।

৬. রিপোর্ট অবিলম্বে সরকারের বরাবরে পাঠাবেন। আইজি ও ডিআইজির নিকট পাঠাবেন। (পি,আর,বি ১৫৭)

সরল বিশ্বাসে কৃতকাজে রক্ষা

- ফৌ.কা.বি ১৮৯৮ এর ১৩২ ধারার বিধানমতে সরকারের অনুমতি ব্যতীত মামলা দায়ের করা যাইবে না এবং ইহা নিম্ন পদস্থদের জন্য সুরক্ষা কবজ।
- জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টের ৩ (২২) ধারার বিধান মতে, সততার সহিত কৃত কাজ অবহেলাবশত করা হোক বা না হোক সদ্বিশ্বাসে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- দণ্ডবিধির ৫২ ধারায় সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞা মতে, **যথাবিহিত সতর্কতা ও মনোযোগ** ব্যতিরেকে কিছু করা হইলে না কোনো কিছু বিশ্বাস করা হইলে তাহা ‘সরল বিশ্বাসে’ করা হইয়াছে বা তাহাতে সরল ‘বিশ্বাসে’ বিশ্বাস করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হয় না।
- দণ্ডবিধির ৭৬ ধারা অনুসারে কোনো ব্যক্তি আইনবলে কোনো কার্য করিতে বাধ্য বলিয়া সরল বিশ্বাসে উক্ত কার্য করিলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- তামাদী আইনের ২ (৭) ধারায় সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যদি যথাবিহিত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে কোনো কাজ না করা হয় তাহা হইলে সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বলিয়া বুঝাইবে না।

সঠিক পরিকল্পনা ও জ্ঞান
ছাড়া ক্ষমতা হলো নষ্ট
হয়ে যাওয়া শক্তির মতো

ধন্যবাদ